এক শিল্পী: চেতনের ডাইরি থেকে

স্বপন কুমার মল্লিক

তখন আমি স্কুলে পড়তাম। আমার একজন অতিপ্রিয় মাস্টারমশাই প্রায়ই বলতেন — এই পৃথিবীতে কার অধিকার কায়েম থাকবে, এই ভুবনে কে আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠা করবে, বিশ্ব কাদেরই বা প্রাপ্য— ঈশ্বরের, মানুষের নাকি শয়তানের? ধাঁধিয়ে যাওয়ার মত প্রশ্ন। আমরা অবাক বিস্ময়ে শুধু ভেবে যেতাম। অবশেষে সেই মাস্টারমশাই আমাদের সকল নীরবতার অবসান ঘটিয়ে, বলে উঠতেন কেন— মানুষ! হ্যাঁ মানুষই এই পৃথিবীর যাবতীয় সুখ - স্বাচ্ছন্দের অধিকারী, এই বিশ্ব একমাত্র মানুষেরই প্রাপ্য, মানুষের এ যে জন্ম - জন্মান্তরের অধিকার। এই সাধের পৃথিবী ঈশ্বরেরও তো হতে পারতো কিন্তু শুধু শয়তানের, কিন্তু এমনটা তো হলোই না বরং এই মহাবিশ্ব মানুষের খপ্পরে চলে গেল। কিন্তু কেন? এই 'কেন' -র ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সেই মাস্টারমশাই অতি সরল করে বলতেন— এই বিশ্বপ্রকৃতির অজস্র প্রাণীজগতে — একমাত্র মানুষই তার নিজের গুণে ঈশ্বরকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। আবার বদগুণে শয়তানকেও। শয়তান যেমন ঈশ্বর হতে পারে না, তেমনি ঈশ্বরও শয়তান হতে পারে না। মানুষ কিন্তু দুটোই পারে। অতএব এই ভুবন একমাত্র মানুষের।

সেইদিন বুঝেছিলাম সৃজনশীলতার' তাৎপর্য। বেশ বুঝেছিলাম সৃষ্টিশীল মানুষের সমাজে এতো কদর কেন। একবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক 'মিশেল ফুকো' বলতেন-Knowledge is power- এখানেও সেই সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠা। প্রকৃতির রাজ্যে যে বিশাল প্রাণীজগৎ, মানুষ তাদের মধ্যে উৎকৃষ্টতম। মানুষই একমাত্র প্রজাতি যে শুধুমাত্র প্রকৃতির নিয়মকানুনের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং সে এই নিয়মগুলো অমোঘ জেনেও অমান্য করে, প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। মানুষ নিত্য নতুন নিয়ম সৃষ্টি করে। সভ্যতা এগিয়ে চলে, থমকে দাঁড়ায় না। এইসব ঘটনার মূলে সে স্বতোৎসার, তার নাম 'সৃজনশীলতা'। যাকে মোদ্দা কথায় বলা যেতে পারে — খোদার উপর খোদ্দারি করার অস্ত্র।

আসলে সব মানুষই কমবেশি সৃষ্টিশীল। জন্মলগ্ন থেকেই সে পেয়ে যাকে সৃজনশীলতার অস্ত্রটি। এই পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রমাগত ঈশ্বর আর শয়তানকে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকে। যাকে চার্লস ডারউইনের ভাষায় ভাষায় বলা যেতে পারে—Sturggle of Existence —মানে প্রকৃতিতে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। এইভাবেই হয়তো সে স্বচ্ছন্দে বসবাস করে। এই মানুষগুলির মধ্যে কিছু অতিসচেতন মানুষেরা হয়ে ওঠে শিল্পী, কবি, যোগী, বিজ্ঞানী বা দার্শনিক। এদের সৃজনশীলতায় সমাজ একটু একটু করে বদলাতে থাকে, সভ্যতার উত্তরণ ঘটে, মানুষ ক্রমশ আদিম থেকে আধুনিক হয়ে ওঠে।

যেহেতু আমি চিত্রশিল্পী তাই এবার শিল্পের কথায় আসা যাক। একথা ঠিক যে, এই প্রকৃতি, ঈশ্বরের— 'শিল্পকর্ম' -যা দেখে মন মুগ্ধ হয়ে ওঠে , কিন্তু মানুষ তাতে সন্তুষ্ট থাকেনা, সে আরো কিছু চায়। তার বিদ্রোহী মন তাকে নতুনভাবে সৃষ্টির ভাবনায় প্রেরিত করে, প্রেরণা জোগায় শিল্পকর্মে মনোনিবেশ করতে।

সাধারণ অর্থে যারা ছবি আঁকেন তারাই শিল্পী, ছবি আঁকাকে বলে চিত্রশিল্প। আদিম মানুষ তার ভাব ও ভাবনাকে শিল্পরূপ দিতে ছবিকে প্রথম ও প্রধান মাধ্যম হিসেবে বেছে নিলেন। সেই অর্থে ছবি হচ্ছে মানুষের ভাব ও ভাবনা প্রকাশের প্রথম ভাষা। তাদের শিকারের অভিজ্ঞতা কলাকৌশল, নারীর প্রতি মুগ্ধতা কিংবা প্রকৃতির নানান রূপ ও দর্শনে যা কিছু মানুষকে প্ররোচিত করেছে তার প্রকাশ দেখতে পাই গুহাচিত্রগুলতে।

তাহলে, ছবি কি? এককথায় ছবি হলো শিল্পীর চিন্তা, ভাবনা, ভাব, আবেগ অপরের কাছে তুলে ধরার এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম। প্রকৃতির রূপ, রস, ছন্দ ও আলোকছায়াকে রঙ ও রেখার সাহায্যে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলাই প্রকৃত শিল্পীর কাজ। যে কোনো শিল্পকর্মের তিনটি অংশ—শিল্পী, বিষয়বস্তু ও গ্রাহক। শিল্পের বিষয়বস্তু বলতে সাধারণত প্রকৃতি, মানুষ কিংবা এদের সহাবস্থান, পারস্পরিকতা, মানুষ - মানুষে আত্মীয়তা, সম্পর্ক ইত্যাদি ইত্যাদি। শিল্প নির্মাণের পর এসে পড়ে গ্রাহকের ভূমিকা। শিল্প সৃষ্টিতে এদের কোনো ভূমিকা থাকে না। কিন্তু শিল্পের সার্থকতার জন্য এদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই গ্রাহকদের সার্থকতায় লিওনার্দ দ্যা ভিঞ্চির আঁকা 'মোনালিসা' প্যারিসের বিখ্যাত মিউজিয়াম লুভ্রেতে' পাকাপাকিভাবে বিশ্ব শান্তির প্রতীক আর সুমনের কথায়, 'একাডেমী' সমাচার আর গণেশ পাইন সব আমাদেরই জন্যে...।

যে কোনো চিত্রশিল্পকে বিশ্লেষণ করলে আমরা মূলত দুটি উপাদানের সমন্বয় দেখতে পাই—

১। আকৃতি বা From

২। ছবির বিষয়বস্তু বা Content

উপাদান দুটি একে অপরের পরিপূরক।

মনে রাখা প্রয়োজন, চিত্রশিল্প চোখে দেখে অনুভব করতে হয় তাই একে দৃশ্যশিল্প বা দৃশ্যকলা বলা হয়। ইংরাজিতে Visual Arts নামে পরিচিত।

১। আকৃতি বা From : দৃশ্যশিল্পের নিজস্ব ভাষা বা Visual Language যা এই From বা আকৃতির দ্বারা শিল্পীর চেতনা - অবচেতনের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কগুলোকে সযত্নে চিত্রতলে তুলে ধরেন— কখনো রেখার আঁকিবুকিতে কিংবা রঙের প্রলেপে। চিত্রতলে এই আকৃতি/ From-এর ব্যবহার যেমন খুশি হতে পারে, ব্যবহারে তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। হতে পারে, শিল্পীর একান্ত ব্যক্তিগত সুখ - দুঃখের অনুভূতি প্রকাশ, খুব চেনা - জানা (Known - From) কিংবা একেবারেই অচেনা (Unknown -From) আকৃতি / From-এর ব্যবহারও হতে পারে।

২। ছবির বিষয়বস্তু: শিল্প প্রবলভাবেই উদ্দেশ্যসাধক। শিল্পের ভাষা সার্বজনীন। যেকোন শিল্পীই তার চিত্রের মধ্যে দিয়ে কিছু একটা ভাব, বক্তব্য বা massage বিনিময় করে থাকেন। ছবির এই ভাব - বক্তব্য বা massage-ই হল যে কোনো ছবির বিষয়বস্তু। তবে, যে কোনো ছবিতে শিল্পী তার বিষয়বস্তু/Content -কে From-এর/ আকৃতির সাহায্যে চিত্রতলে তুলে ধরেন। বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তা ধর্মীয় হতে পারে, হতে পারে রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশমাত্র।

তবে, মনে রাখতে হবে। ছতিে From-আর Content -র উপস্থাপনা সমমাত্রায় নাও থাকতে পারে আবার থাকতেও পারে। শিল্পের ইতিহাসে দেখা গেছে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা শিল্পীর নিজস্ব কিংবা ব্যক্তিগত ইচ্ছার কারণে ছবির ভাষা পাল্টেগিয়ে কখনো ছবিতে Content-র প্রধান্য বেশিমাত্রায় গুরুত্ব পেয়েছে। তবে, উল্টোটাও ঘটেছে যেখানে From-ই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। অতএব আমরা বলতে পারি—

যে ছবিতে Content -র প্রাধান্য বেশি সেটা ''Content Based Painting'' তেমনি যে ছবিতে Form-র প্রধান্য বেশি সেটা ''Form Based Painting''

আমরা যদি একটু পেছনের দিকে তাকাই— সেই রেঁনেশা যুগের শিল্পীদের শিল্পকর্ম যা ছিল বাইবেলের চাক্ষুষ অনুবাদ মাত্র। যেমন - লিওনার্দ দ্যা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেল কিংবা রাফায়েলের ছবিগুলিকে একটু মন দিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারি ছবির বিষয়বস্তুগুলি সম্পূর্ণভাবে বাইবেলের গল্প থেকে নেওয়া হয়েছিল। বরং বলা ভালো ছবিগুলির এখানে মূল্য উদ্দেশ্য ছিল বাইবেলের মহিমাগুলোকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা এবং খ্রিস্টধর্মকে প্রচার করা। অতএব আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এখানে form-নয় বরং ছবির Content-এই একমাত্র গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

আবার আমরা আধুনিক যুগের চিত্রকলাকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই ছবিতে Form-র অধিক্য, কিন্তু Content তেমন গুরুত্ব পাচ্ছেনা। উদাহরণস্বরূপ বিখ্যাত শিল্পী Pablo Picasso-র ছবিগুলোকে বিশেষভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে। তার ছবিগুলোতে মুখ্যত জ্যা৪মিতিক Form-এর দক্ষ ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। এখানে ছবিতে Form-বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। আর একজন আমেরিকান বিখ্যাত শিল্পী Jackson Pollok-এর রং -এর ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে Content প্রায় নেই বললেও চলে। Pollok-র বৈশিষ্ট্য তিনি Canvas-এ তুলিই ছোঁয়াতেন না, বরং তুলি দিয়ে রঙ ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছবি আঁকতেন। এই পদ্ধতিকে drip Process বলতেন। এই শিল্পী (বরং বলা ভালো এই সময় বেশকিছু শিল্পী) সচেতনভাবে Content-কে এড়িয়ে চলতেন। ছবিতে Pure - form-কে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং দক্ষতার সঙ্গে তা উপস্থাপনা করতেন। তারা Pure visal language--র কথা বলতেন, যেখানে কোনো গল্প থাকবেনা। যা শুধুমাত্র চাক্ষুষ করে উপলব্ধি করা যাবে।

তবে এমনও একাধিক ছবি আছে যেখানে Form-আর Content কে শিল্পী প্রায় সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তেমন একটি বিখ্যাত ছবি Picasso-র আঁকা 'গোর্নিকা'। এটি একটি রাজনৈতিক প্রতিবাদী ছবি। গোর্নিকা স্পেনের একটি ছোট শহর। উনিশশো সাঁইত্রিশের ছাব্বিশে এপ্রিলে স্পেনে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন স্বৈরতন্ত্রী ফ্রাঙ্কের বিমানবাহিনী নাৎসি হিটলারের সহায়তায় ছোট শহর গোর্নিকার অসামরিক জনগণের উপর আকাশ থেকে তিনঘন্টা ধরে নৃশংস আক্রমণ চালায়। সক্ষম পুরুষেরা যুদ্ধে যাওয়ায় ঐ শহরের অধিবাসীদের মধ্যে প্রধানত ছিল মহিলা, শিশু আর কিছু বৃদ্ধ। অগ্নিবর্ষী বোমায় গোটা শহর ছারখার হয়ে যায়। এই নৃশংস আক্রমণের প্রতিবাদের ছবি এই — 'গের্নিকা'। যুদ্ধের নৃশংসতা কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তা এই ছবিটা দেখলে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। ছবিটা প্রায় সাদা বা কালোয় ধুসরে আঁকা এই ছবির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হল রঙের ব্যবহার। রঙ বলতে আমরা যা বুঝি তা এখানে অনুপস্থিত। বরং এখানে রং বাদ দিয়ে কেবল ধূসরের বিভিন্ন পর্দা দিয়ে Picasso গের্নিকা আঁকলেন। যুদ্ধের বর্বরতা ও নৃশংসতার সমার্থক হিসাবেই তিনি এই ছবিতে ধূসরকে বেছে নিয়েছিলেন। রঙ এখানে প্রতীকী।

বৃত্ত Circle

আমরা জানি Basic form তিনটি — বৃত্ত, ত্রিভুজ আর চতুর্ভুজ—
একটি Natural Form পৃথিবী নিজেই গোল। মনস্তাত্ত্বিক/ ভাবগতভাগে দেখলে 'বৃত্ত' গতির প্রতীক। যেমন পৃথিবী এবং জীবনচক্র।

ত্রিভূজ Triangle

একটি Natural Form মূলত তাই, এই Form অনেকটা Illusing ঘাটতি কারণে সৃষ্টি হয়। মনস্তাত্ত্বিক— ভাবগতভাবে ত্রিভুজ - অদম্য শক্তি ও বলিষ্ঠতার প্রতীক। যেমন পাহাড়

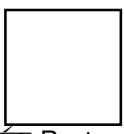

চতুর্ভুজ Rectangle

এটি কিন্তু মানুষের সৃষ্টি তাই, এই Form কে বলা হয় Man made form/ আকৃতি যা প্রকৃতিতে কোথাও পাওয়া যায় না। এই চতুর্ভুজ ঠিক কবে মানুষ আবিষ্কার করেছিল, তা নিদিষ্ট করে বলা যায় না। মানুষ তার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কিংবা সচেতন বা অবচেতন এই form আবিষ্কার করেছিল প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে, প্রৃতিকে জয় করতে প্রকৃতিকে তার কৃর্তৃত্ব আর অস্তিত্ব বজায় রাখতেই। মনস্তাত্ত্বিকগত/ ভাবগতভাবে এই চতুর্ভুজ কিংবা বর্গাকৃতি Form স্থবিরতার আর স্থিরতার প্রতীক। আমাদের চারিপাশে একটু চোখ বোলালেই আমরা দেখতে পাব এই Form -র জয়জয়কার। যেমন মানুষের বাসস্থান - ঘরবাড়ি, খাতা - বই, আলমারি, খাট, বিছানা, চেয়ার - টেবিল, টিভি কম্পিউটার প্রায় সবকিছুই আমরা মোবাইলটাও পর্যন্ত।

তাহলে এমনটা ভাবার কোনো কোরণ নেই যে, মানুষ বৃত্ত আর ত্রিভুজকে পরিত্যাগ করেছে। এমনটা নয় বরং এই বৃত্ত আর ত্রিভুজকে মানুষ তার প্রয়োজনে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছে। এই Form দুইটির ব্যবহার আমরা দেখতে পাই মুলত আধ্যাত্মিক চর্চার কেন্দ্রগুলোতে। যেমন মন্দির, মসজিদ, গীর্জা আর বৌদ্ধমঠের চৈতগৃহে। আগেই বলেছি এই Form দুইটির বৈশিষ্ট্য হল যে, প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এদের ব্যাপ্তি বৃহৎ, চোখের দৃষ্টি কোথায় আটকায় না। দৃষ্টি সুন্দরভাবে প্রসারিত হয়ে মনের গভীর একধরণের illusion সৃষ্টি করে— যা অনেকটা hypnotize মত কাজ করে। ফলত মনের মধ্যে এক বিশেষ প্রশান্তির ভাব অনুভূত হয়। এমন একটা পরিবেশ মানুষ তার ইহকালের চিন্তা কিংবা আধ্যাত্মিক চিন্তা করতে বিশেষ সুবিধা হয়।

বিজ্ঞান সত্য আর শিল্প সত্যের একটা পার্থক্য আছে। যা এখন বুঝে নেওয়া দরকার—

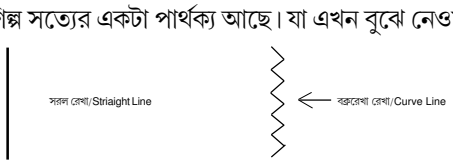

দুটি রেখা। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একটি সরলরেখা অপরটি বক্ররেখা। বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বিন্দুর সঞ্চার পথকে রেখা বলে। এই বিন্দুর সঞ্চার পথ যখন গতি পরিবর্তন না করে যদি সোজা ধাবিত হলে তখন সরলরেখার সৃষ্টি হয়। আবার, এই বিন্দুর সঞ্চার পথ বারবার গতি পরিবর্তন করলে সৃষ্টি হয় বক্ররেখার। তাই তো?

এই দুটি রেখাকে রেখার মধ্যে শুধুমাত্র আবদ্ধ না রেখে যদি আমরা একটু মনস্তত্ত্বগত/ তত্ত্বগত/ ভাবগতভাবে দেখলে আমরা দেখতে পাব—

স্থির	অস্থির
লাঠি	নদী
দৃঢ়চেতা	সাপ
সহজ সরল	দড়ি
শক্ত	অদৃঢ়
ঔদ্ধত্য	দুর্বল চিত্ত

ইহাই শিল্প সত্য। শুধুমাত্র বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে ছবি/ শিল্প দেখলে হবে না। শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গি বহুমুখী। শিল্পের বিশ্লেষণ শুধুমাত্র সরলরেখায় এগোয় না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বহু মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচিত্র অনুভূতি একাত্ম হয়ে যেতে পারে কোনও একটি সার্থক ছবিতে।

এমনকি লেখরাও প্রায়শই তাদের সাহিত্যে চিত্ররূপ কল্পনা করেন, যেন শব্দ দিয়ে ছবি আঁকেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসে অমর নাথ বলেছেন, ''এ সংসার সাগরে, কোন চরে লাগিয়ে আমার নৌকা ভাঙ্গিয়াছে, তা এই বিশ্বচিত্রে আমি আঁকিয়া রাখিব, দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।''

চিত্রশিল্প মূলত দৃশ্যজাত বা Visual যা চোখে দেখে অনুভব করতে হয়। অন্ধের কাছে চিত্রশিল্প মূল্যহীন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল পরীক্ষা - নিরীক্ষা করে দেখেছেন, একজন মানুষ সারাজীবন ধরে যেন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ করেন তার প্রায় ৮৫ ভাগ দৃশ্য — ইন্দ্রিয়ের অবদান। বাকি চারটি ইন্দ্রিয় (শব্দ স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ) একসঙ্গে মিলে অবশিষ্ট শতকরা ১৫ ভাগ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্য দায়ী। কী অবাক হয়ে যাচ্ছেন তো!

তাই সবশেষে বলা যেতে পারে— শিল্পী এক অমোঘ, শিল্প ঐতিহাসিক সত্য, শিল্প মানুষের চেতনার উন্মেষ ঘটায়, শিল্পী এই চেতনাবোধকে শুধু উস্কে দেয়, শিল্প সাংস্কৃতিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়, শিল্প এক উৎকৃষ্ট মানবিক ক্রিয়া—যা মননের বিকাশ ঘটায় সভ্যতার মাপকাঠি, যেমন জল ছাড়া মাছ বাঁচেনা। তেমনি শিল্প ছাড়া মানুষও বাঁচে না।